• আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয় অনধিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হতে হবে।

• বার্ষিক ৫০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের, যারা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে কিংবা সমতুল কারিগরী/প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা।

• এককালীন ২৫০০০ টাকার বৃত্তি সেই সমস্ত অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যারা অনতিক্রম ১৮ বছর বয়সী, যারা যে কোনও বিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তির আবেদন/রেজিস্ট্রেশন করেছে অথবা যারা যে কোনও কারিগরী/প্রযুক্তিগত পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষিত হয়েছে বা যে কোনও স্বীকৃত খেলাধুলার সাথে যুক্ত রয়েছে কিংবা জে.জে. অ্যাক্ট ২০০০–এর অধীনস্ত আবাসের আবাসিকরা।

• অনাথ মেয়েদের এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী (৪০% প্রতিবন্ধকতা যুক্ত) মেয়েদের অথবা জে. জে. আবাসের আবাসিকাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক আয়ের উর্ধ্বসীমায় কোনও বিধিনিষেধ নেই।

আবেদনপত্র পরীক্ষা এবং অনুমোদন প্রদান

অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ডি.পি.এম.ইউ. দ্বারা সব আবেদনপত্রগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, উপযুক্ত আবেদনপত্রগুলিকে বৃত্তি দেবার জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে। উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে NEFT পদ্ধতিতে সরাসরি বৃত্তির টাকা চলে যাবে। এছাড়াও, প্রাপককে অ্যাকাউন্টে বৃত্তির টাকা পৌঁছানোর সাথে সাথে SMS Alert –এর মাধ্যমে উপভোক্তাকে সচেতন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, যে কোনো উপভোক্তা অনলাইন কন্যাশ্রী পোর্টালে গিয়ে নিজের আবেদনপত্রের ক্রমিক সংখ্যা, K1 বা K2 ধরন, এবং জন্ম তারিখ উল্লেখের মাধ্যমে নিজের আবেদনপত্রের সর্বশেষ অবস্থান জেনে নিতে পারবে।

যে কোন প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য এন আই সি–এর সাথে যোগাযোগ করুন
support.kanyashree@nic.in.

শিশু বিকাশ দপ্তর এবং
নারী উন্নয়ন ও
সমাজ কল্যাণ দপ্তর
www.wbkanyashree.gov.in

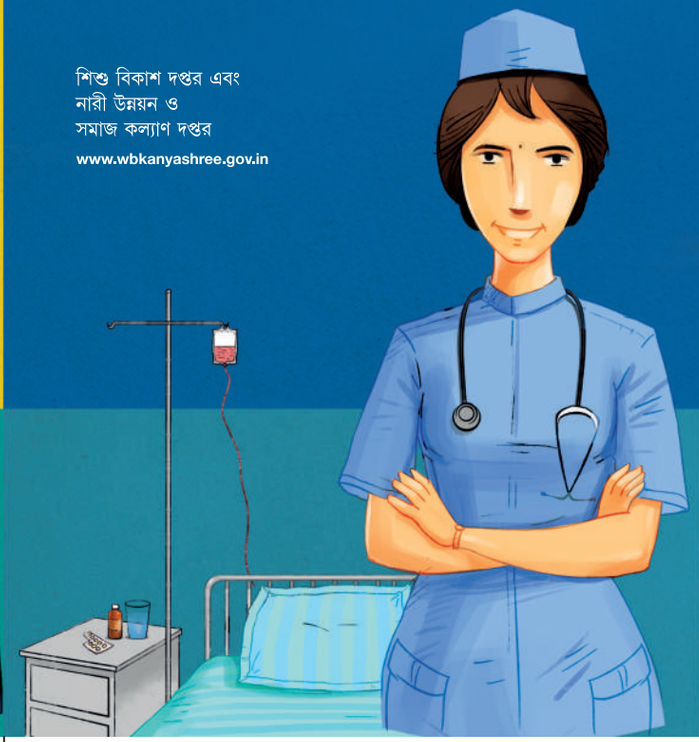

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ দপ্তর এবং
নারী উন্নয়ন ও
সমাজ কল্যাণ দপ্তর

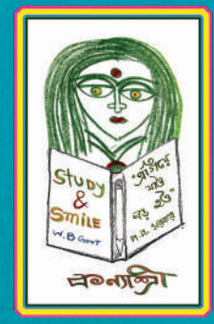

আমাদের ভবিষ্যত আমরা গড়বো
কন্যাশ্রী প্রকল্পে সুযোগ নেব

Leaflet Open size: 11.5”X8.25”

কন্যাশ্রী প্রকল্প কী?

মা, মাটি, মানুষের আদরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর নাম কন্যাশ্রী। রাজ্যের কিশোরী মেয়েদের প্রত্যেককে বিদ্যালয়ের আঙিনায় নিয়ে আসার আর এক নাম কন্যাশ্রী। আঠারোর আগে বিয়ে নয় – মেয়েদের বোঝানোর দায়িত্বের আরেক নামও কন্যাশ্রী। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়ে না করে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ শর্তাধীনে মেয়েদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রকল্পের নাম কন্যাশ্রী প্রকল্প। পুরোপুরি সরকারি আওতাধীন এই প্রকল্প বর্তমানে রাজ্যের সব জেলাতেই চালু হয়ে গেছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পটিতে দুই ধরনের আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে :-

ক) K1 – বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ ৫০০ টাকা। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের এই ভাতা দেওয়া যাবে। উপভোক্তাকে যে কোনো সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয়ে বা সমতুল মুক্ত বিদ্যালয়ে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে পাঠরতা হতে হবে অথবা সমতুল কারিগরী/বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের ছাত্রী হতে হবে।

খ) K2 – এককালীন এই বৃত্তির পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা। বৃত্তি দানের বছরে অনূর্ধ্ব ১৯ এবং ১৮ বছর অতিক্রান্ত অবিবাহিত মেয়েরা এই বৃত্তি পাবে। উপভোক্তাকে সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে বা মুক্ত বিদ্যালয়ে পাঠরতা হতে হবে অথবা কারিগরী/বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের ছাত্রী হতে হবে। জে জে অ্যাক্ট, ২০০০-এর অধীনস্ত আবাসের আবাসিকারাও এই বৃত্তি পাবে।

সম্ভাব্য বৃত্তিপ্রাপকদের বার্ষিক পারিবারিক আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। তবে অনাথ মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং পি.ডব্লু.ডি. অ্যাক্ট, ১৯৯৫ মোতাবেক ৪০% প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে (স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বীকৃত মেডিক্যাল বোর্ডের শংসাপত্র মোতাবেক) অথবা জে জে আবাসের আবাসিকাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক আয়ের উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত কোনো বাধানিষেধ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ দপ্তর এবং
নারী উন্নয়ন ও
সমাজ কল্যাণ দপ্তর

আবেদনপত্র কোথায় পাওয়া যাবে এবং কিভাবে আবেদন করতে হবে:-

১ রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। ছাপানো এবং ক্রমিক নম্বর যুক্ত আবেদনপত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে রাখা হয়েছে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা পুরসভা, সমস্ত মহকুমা শাসকের দফতর এবং সব সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিকের দফতর থেকেও আবেদনপত্র মিলবে।

২ কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপভোক্তাদের সুবিধার্থে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য একপাতার সরল আবেদনপত্র তৈরি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে উক্ত ফর্মের মাধ্যমে উপভোক্তাদের নামে দ্রুত শূন্য ব্যালান্সের অ্যাকাউন্ট খুলতে অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্ভাব্য প্রাপকের নতুন অথবা পুরনো যে কোনো একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতেই হবে। ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক অথবা যে কোনও ব্যাঙ্ক যেখানে সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছায়।

৩ উপভোক্তাকে তাঁর বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ের প্রধানের কাছে পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে সব ধরনের শংসাপত্র জমা দিতে হবে।

৪ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে আবেদনপত্রের তৃতীয় পাতায় জন্ম তারিখ এবং পড়াশোনা সংক্রান্ত তথ্যপঞ্জিতে উপযুক্ত শংসাপত্র দিতে হবে। তৃতীয় পাতার একদম শেষে ক্রমিক সংখ্যার অন্তর্গত শংসাপত্রগুলি দিতে পারবেন মেয়েটির বাসস্থান সংশ্লিষ্ট পুরসভার পুরপিতা/বরো সভাপতি/গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/বিধায়ক/সাংসদ/উপভোক্তার বসবাসকারী ঠিকানার আওতাভুক্ত কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের যে কোনো গ্রুপ-এ আধিকারিক।

৫ আবেদনকারী ছাত্রীটির ফর্মে দেওয়া সমস্ত তথ্য wbkanyashree.gov.in এই পোর্টালে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে তুলে দিতে হবে। এছাড়াও, আবেদনপত্রে লাগানো রঙিন ছবি (100 Kb) এবং পুরো তৃতীয় পাতা (200 Kb) স্ক্যান করে এই পোর্টালে তুলে দিতে হবে।

৬ উপরে বলা তথ্যপঞ্জি পোর্টালে তোলার জন্য আবেদনপত্র পিছু ১০ টাকা দফতর থেকে পাওয়া যাবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব আই.ডি. এবং পাস্‌ওয়ার্ড থাকবে কন্যাশ্রী পোর্টাল ব্যবহারের জন্য। আই.ডি.এবং পাস্‌ওয়ার্ড ই-মেল করে প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৭ প্রতিষ্ঠানগুলিতে তথ্যপঞ্জি পোর্টালে তোলার সঠিক পরিকাঠামো না থাকলে নিকটবর্তী সি.এল.আর.সি/সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দফতরে উক্ত কাজ করা যেতে পারে।